সুন্দরবনের তেলিয়াভোলা— অজয় মজুমদার দ্বিতীয় পাতায়...
নিজের উদ্যোগ ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয় — নির্মল বিশ্বাস দ্বিতীয় পাতায়...
খেজুর একটি বিস্ময়কর ফল; জেনে নিন এর অসামান্য উপকারিতা তৃতীয় পাতায়...
শিব চতুর্দশীতে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 49 ❑ 23 Feb., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
ALANKAR
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
M : 9733901247

চন্দনকে চাকরির জন্য টাকা দিয়েছিলাম দাবি গ্রামবাসীর

প্রতিনিধি ঃ স্কুলের নিয়োগ দুর্নীতিতে দিন কয়েক আগে গ্রেফতার হয়েছে বাগদার মামা ভাগিনা গ্রামের বাসিন্দা চন্দন মন্ডল। এবার সেই চন্দন মন্ডল এর বিরুদ্ধে মামা ভাগিনা গ্রামের এক বাসিন্দা অরবিন্দু বিশ্বাস চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ করলেন। অরবিন্দ বাবুর দাবি, তার পরিবারের পাঁচজনকে চাকরি দেবে বলে তাদের কাছ থেকে চন্দন ৪৪ লক্ষ টাকা নিয়েছিল। দুজনকে চাকরিও দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আদালতের নির্দেশে তাদের চাকরি চলেও যায়। অরবিন্দ বাবুর দাবি, আর হয়তো টাকা ফেরত পাবো না, সে কারণেই মুখ খুললাম। ভবিষ্যতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ারও চিন্তাভাবনা করছি। বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য অনুপ ঘোষ বলেন, "মামা ভাগ্নে এলাকাতেই চন্দন প্রায় ১০০ জনকে চাকরি দিয়েছে। এখান থেকে বস্তা ভর্তি করে টাকা যেত। আমরা দেখেছি।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবদিক রাসমোহন দত্তের আকস্মিক প্রয়াণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ হঠাৎ করেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন মছলন্দপুরের সাদপুরের বাসিন্দা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের অবসর প্রাপ্ত কর্মী রাসমোহন বাবুর ছাত্র জীবন থেকেই কাব্য সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। পরে তিনি অনুপম সাথী নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। কর্মজীবন শেষ হলে তিনি সাংবাদিকতায় যোগ দেন। জেলার বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর সংবাদ প্রকাশিত হত। ক্রমেই তিনি জেলার সাহিত্য সংস্কৃতি ও সংবাদ জগতের একজন পরিচিত নাম হয়ে উঠেছিলেন।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের দিন হঠাৎ করেই রাসমোহন বাবুর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। বাড়ির লোকজন তাঁকে বারাসাত জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই মধ্যরাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন সকালেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষ তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন। স্থানীয় মছলন্দপুর ১নং পঞ্চায়েত প্রধান তাপস ঘোষ, হাবড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অজিত সাহা, গোবরডাঙা সেবা ফার্মাস সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ধীরাজ হাওলাদার, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, সাংবাদিক

সরোজ চক্রবর্তী, পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ রাসমোহন বাবুর পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানান। রাসমোহন বাবুর আকস্মিক প্রয়াণে জেলার সাহিত্য সাংস্কৃতিক জগতের অপূরনীর ক্ষতি হল বলে বিশিষ্টজনের সকলেই মন্তব্য করেন। রাতে বাদুড়িয়া শ্মশানের বিদ্যুৎ চুল্লিতে প্রয়াত রাসমোহন দত্তের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস

গাইঘাটার কয়া হাই স্কুলে ভাষা শহীদ স্মরণ

নীরেশ ভৌমিকঃ ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে গাইঘাটার কয়া পীর আবদুর সোবাহান হাই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ। এদিন বিদ্যালয়ের দেশপ্রেম সংস্কৃতি মঞ্চের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক, উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ রাজশ্রী গুহ প্রমুখ বিশিষ্টজন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃদুলাল মণ্ডল উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ ১৯৫২-র এই দিনে মাতৃভাষার

তৃতীয় পাতায়...

ঠাকুরনগরে সন্ধ্যা কুমুদ এর ভাষা শহীদ স্মরণ

নীরেশ ভৌমিকঃ মাতৃভাষা বাংলার স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে ১৯৫২ সালে ঢাকার রাজপথে পাকিস্থানী পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ ভাষা প্রেমীগণ। সেই সমস্ত ভাষা শহীদদের স্মরণে গত ২১ ফেব্রুয়ারী দুই বাংলার মানুষজন ভাষা দিবস উদ্‌যাপন করেন। এদিনে ঠাকুরনগরের অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমীর সদস্যগন নানা অনুষ্ঠানে ভাষা শহীদদের স্মরণ করেন। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার পার্থ ঘোষ ও শিক্ষিকা সুতপা ঘোষের পরিচালনায় সংস্থার ছোট-বড় সদস্যগণ সংগীত, আবৃত্তি এবং কথায় ও কবিতায় ভাষা আন্দোলনে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন গাইঘাটার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে

নীরেশ ভৌমিক ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করল জেলার অন্যতম সমাজসেবি প্রতিষ্ঠান গাইঘাটা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ।

ভাষা দিবসের সকালে আশ্রমের প্রাণপুরুষ অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শংকর নাথের নেতৃত্বে আশ্রমের আবাসিক পড়ুয়াদের এক বর্ণময় ভাষা মিছিল গাইঘাটা থানা ও বাজার এলাকা পরিক্রমা করে।

পদযাত্রা শেষে দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে রফিক, জব্বার, সালাম প্রমুখ ভাষা শহীদদের স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, শিক্ষার্থীরা সংগীত, আবৃত্তি এবং কথায় কবিতায় ভাষা শহীদদের স্মরণ করে ও শ্রদ্ধা জানান।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত প্রাক্তণ প্রধান

প্রতিনিধি ঃ নবম শ্রেণীর পড়ুয়া এক নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযুক্ত প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের নাম অনিমেষ বাইন।

চতুর্থ পাতায়...

মাধ্যমিক পরীর্ক্ষার্থীদের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী থেকে সারা রাজ্যে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ালো। দলের পক্ষ থেকে সমস্ত পরীক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উত্তরপত্রে লেখবার সুবিধার্থে ১টি বোর্ড, একটি স্কেল, ৫টি পেন ও ১টি ক্যাডবেরি

তৃতীয় পাতায়...

গাইঘাটা থানা মার্কেটিং কো-অপারেটিভের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পূর্তিতে অনুষ্ঠান গৃহের উদ্বোধন

নীরেশ ভৌমিক ঃ এলাকার কৃষিজীবী ও সাধারণ মানুষের সেবায় ১৯৭৩ সালে পথ চলা শুরু হয়েছিল গাইঘাটা থানা এগ্রিকালচারাল প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর। সমিতির সহঃ সভাপতি সমীর কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন সমিতির কর্মদ্যোগী ম্যানেজার সুখেন ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠান গৃহ দুইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির

সভাপতি গোবিন্দ দাস। ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের ভূতপূর্ব বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ইলা বাক্‌চি, কর্মাধ্যক্ষ তাপসী ঘোষ, শ্যামল সরকার, জেলা পরিষদ সদস্য পম্পা বিশ্বাস, গাইঘাটা থানার ওসি বলাই ঘোষ, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক দাস প্রমুখ।

পথ চলার ৫০ বৎসরকে স্মরণীয় করে রাখতে চাঁদপাড়ায় মার্কেটিং এর কার্যালয় সংলগ্ন অঙ্গনে নবনির্মিত দুটি অনুষ্ঠান গৃহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল গত ২৩ ফেব্রুয়ারী। এদিন সকালে সমবায় ইউনিক ১ এবং ইউনিক ২ এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন যথাক্রমে সমিতির সম্পাদক অমল কুমার বিশ্বাস ও

জুট মিলের পুকুরে স্নান করতে নেমে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি ঃ জুট মিলের ভিতর থাকা পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেল এক শ্রমিক। প্রায় চার ঘন্টা পরে উদ্ধার হল দেহ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটার ধর্মপুর এক নাম্বার পঞ্চায়েতের হসপিটাল মোড় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধর্মপুরের ওই জুট মিলে কাজ করত নেপালের বাসিন্দা বিশ্ব ছেত্রী নামে ওই যুবক। ১০-১৫ দিন আগে সে এখানে কাজে এসেছিল।

বুধবার জুট মিলের যন্ত্রাংশ খারাপ থাকায় কাজ বন্ধ ছিল। ফলে এলাকায় খুব বেশি লোকজন ছিল না। জুটমিলের ভিতরের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে আর ফির না আশায় অন্য শ্রমিকেরা পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাইঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশ জেলেদের ডেকে পুকুরে জাল টেনে প্রায় চার ঘন্টা পরে মৃত অবস্থায় পুকুর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৪৯ ❐ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

ভাষা আন্দোলনে আজ কোথায় বাঙালি!

২১শে ফেব্রুয়ারি, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো দিন, এমনটাই সোমবার রাত ১২টা থেকে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে সেই পুরাতন অথবা চিরকালীন গান গেয়ে চলেছে বাংলাদেশের আপামর নাগরিক। ৭১ বছর হয়ে গেলো উর্দু ভাষাকে সরিয়ে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার আত্মত্যাগের দিন। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সৃষ্টিই হয়েছিল ওপার বাংলার ভাষা বাঁচাও আন্দোলনের ফলে। এখন সমগ্র বিশ্ব আজকের দিনটি নিজ নিজ ভাষার জন্য নতুন করে নিজের দেশে পালন করে। ভারত ভাগ হওয়ার ফলে পাকিস্তানে চলে গেলো এদেশের মুসলিমরা এবং উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু কিংবা শিখরা চলে আসলো ভারতে। পাকিস্তানে কি সংস্কৃতি রইলো অন্য কথা। কিন্তু ব্যথিত হলো উদ্বাস্তু দুই বাংলার মানুষরা।

ওপার বাংলা থেকে যেমন বহু হিন্দু ভারতে চলে এসেছিলো, তেমনই হাজার হাজার মুসলিম উদ্বাস্তু হয়ে চলে গিয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তানে, যাদের অনেকেরই ভিটেমাটি ছিল কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায়। এই ভাঙন বোধহয় আম নাগরিক কেউই চাইনি। তাই বাঙালি বিভক্ত হয়ে গেলো দু'ভাগে। আজকের বাংলাদেশ কিন্তু পাকিস্তান মুক্ত। তারা আজ গর্বিত বাঙালি। তাদের জাতীয় ভাষা বাংলা এবং সমস্ত সরকারি কাজ হয়ে থাকে বাংলা এবং ইংরেজিতে। অন্যদিকে এই বাংলা কিন্তু ভারতের অঙ্গরাজ্য। এ রাজ্যের ভাষা বাংলা হলেও এবং এদেশে কোনও জাতীয় ভাষা না থাকলেও যুগ যুগ ধরে সরকারি বা বেসরকারি কাজ বা সইসাবুত হয়ে থাকে ইংরেজি ও হিন্দিতে। সেখানে বাংলা ভাষার আলাদা কোনও স্থান আছে কি?

তবে এটাও সত্যি যে, আজকেও ও দেশে রবীন্দ্রনাথ থেকে সাহিত্য সংস্কৃতিতে বাংলা যতটা বাধ্যতামূলক তেমন এ রাজ্যে কোথায়? খোদ কলকাতা ভরে গিয়েছে হিন্দিভাষীতে, তারা বাঙালির সঙ্গে কথা বলে হিন্দিতে। উত্তরও পায় তাতেই, যা কিনা দক্ষিণ ভারতে বা পাঞ্জাব বা ওড়িশা অথবা গোয়াতে চলে না। সর্বধর্মের মানুষ যেমন থাকবে তেমন বহু ভাষাভাষীও থাকবে, কিন্তু তার মাঝেই এ বাংলার রাজধানী থেকে বাংলা কেমন সতীনের সন্তান।

নিজের উদ্যোগ ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়

উদ্যোগী পিতামহ, ধার্মিক পিতার কনিষ্ঠ সন্তান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দুটো ধারাই পেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, প্রতি মুহূর্ত আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ধর্ম মানুষের জন্য, তাই মানুষের ধর্ম তার একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, মানুষের জীবনকে খুটিয়ে খুটিয়ে বিচার করেছেন, চিঠিতে, কথায় এবং বিভিন্নভাবে আমাদের মঙ্গলার্থে তা তুলে ধরেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষ যখন যন্ত্রের দাস হয়ে পড়ে, তখন সুখের চেয়ে অসুখের পাল্লা ভারি হয়ে ওঠে। বড় শিল্পগুলিকে তিনি উগ্র জাতীয়তাবোধের মতো ঘৃণা করতেন। ব্যাপক হারে যান্ত্রিক উৎপাদন মানুষকে ভোগমুখি করে তোলে এবং তার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তিনি ভোগপণ্যকে নিয়মিত পরিমাণে ব্যবহার করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক তাই চাইতেন। সেই অতীত ইতিহাস ঘেটে লিখেছেন— **নির্মল বিশ্বাস।**

গত সপ্তাহের পর...

দ্বারকানাথ ঠাকুর কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপীয়দের সঙ্গে নিয়ে "কার ঠাকুর কোম্পানি" নামে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন এই কোম্পানির প্রধান উদ্যোক্তা ও পরিচালক। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রেশম, নীল ও শর্করা জাতীয় দ্রব্য পাঠাতেন। শুধু তাই নয়, উৎপাদনেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালি, রানিগঞ্জের কয়লা খনিতে যে অমূল্য সম্পদ রয়েছে সেটি তিনি অনুভব করেন। এরপর তিনি কয়লা খনি পরিচালনা করতে উদ্যোগী হন। পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এর অংশীদার হন।

সেই সময় এখনকার মতো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ছিল না। এক দেশ থেকে অন্য দেশে সংবাদ আদান-প্রদান খুবই কষ্টকর ছিল। একজন উদ্যোগী মানুষ যখন কোনো সমস্যার কথা ভাবেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যার সমাধান নিয়েও নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ কখনও পিছিয়ে থাকার পাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙ্গালি, যিনি জাহাজ মেরামতির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। মেরামতি করতে করতেই নির্মাণের কৃৎ কৌশল আয়ত্বে এসে গেলে শুরু করেন জাহাজ নির্মাণ। বেশ কয়েকটি জাহাজও তাঁর ছিল। জাহাজ জলে ভাসাতে না ভাসাতেই মাথায় এসেছিল যোগাযোগের কথা। তিনিই শুরু করেন যাত্রী ও ডাক চলাচলের ব্যবস্থা।

প্রিন্স দ্বারকানাথ এক নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত কোনো এক রাজা তাঁকে সম্পদ এবং পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে আলোচনার পরে, অন্য এক আমন্ত্রিত অনুষ্ঠান সভায় তিনি যে চটিজুতো পরে গিয়েছিলেন, তার ওপর মণিমুক্তা খচিত ছিল। উপস্থিত সকলে সেই জুতো দেখে অবাক হয়েছিলেন। বাঙালি যখন কোনো সম্পদ নিয়ে আলোচনা বা গল্প করে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের চটি জুতোর গল্প করতে ভুল করেন না।

একজন মানুষ যখন স্বপ্ন দেখেন, সেই স্বপ্ন যখন বাস্তবে সাকার হয়ে ওঠে, তিনি তখন তাঁর অভিমানের কথা অন্যকে জানাতে চান। সেই মানুষটি জানতেন, স্বপ্নের প্রচার করতে হলে বা সেই স্বপ্নের দ্বারা অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে হলে সংবাদ মাধ্যম প্রয়োজন। সেখানেও তিনি পিছিয়ে থাকেননি। রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন "বেঙ্গল হেরাল্ড" নামে একটি পত্রিকা। তার বাংলা সংস্করণ "বঙ্গদূত" নামক পত্রিকাটি। তিনি ছিলেন এর অন্যতম মালিক।

চলবে...

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

সুন্দরবনের তেলিয়াভোলা

অজয় মজুমদার

সুন্দরবনের ঝড়খালির নদী থেকে সরের পার পর্যন্ত ১০৯ টি তেলিয়া ভোলা মাছ ধরা পড়ল সম্প্রতি। ক্যানিং মাছের আড়তে তা বিক্রি হল বেশ কয়েক লক্ষ টাকায়। এর ওজন হয়েছিল ১৫০০ কেজি। তেলিয়া ভোলা গুলি ছিল উভয়লিঙ্গের। অর্থাৎ একই দেহে পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গের সহাবস্থান ও এই মাছের স্থানীয় নাম খচ্চর ভোলা। এদের পেটে পটকা থাকে সবচেয়ে বেশি। সে কারণেই এই মাছটি এতটা মূল্যবান। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছে, এই মাছের পটকা ঔষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। সেজন্য প্রচুর দামে বিদেশি ওষুধ কোম্পানি কিনে নেয় । খচ্চর ভোলার তুলনায় পটকার পরিমাণ কম হয় পুরুষ ও স্ত্রী মাছে। এদিন ১৩ লক্ষ টাকা একটি তেলিয়া ভোলা মাছ বিক্রি হয়েছিল। যদিও এই ভোলা মাছটি স্ত্রীলিঙ্গের ছিল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নৈনানের বাসিন্দা শিবাজী কবির মাছটিকে নিলামের জন্য নিয়ে এসেছিলেন দীঘা মোহনায়। জানা গিয়েছে, মাছটির ওজন ছিল ৫৫ কেজি। এবং ডিমের জন্য পাঁচ কেজি বাদ দিয়ে মোট ওজন দাঁড়ায় ৫০ কেজি। এ বিষয়ে আড়ৎদার কার্তিক বেরা বলেন, "এই মাছটি স্ত্রীলিঙ্গের ছিল। পেটে ডিম থাকার ফলে পটকার পরিমাণ কম। কয়েকদিন আগে একটি পুরুষ তেলিয়া ভোলা ধরা পড়েছিল। তার ওজন ছিল ৩০ কেজি। নয় লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। দীঘা ফিশারম্যান এন্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশানের অন্যতম কর্মকর্তা ও স্থানীয় আড়ৎদার নবকুমার পয়ড্যা বলেন, এ মাছ বছরে দুই থেকে চারটি ওঠে। যার জালে জড়ায় তার কপাল খুলে যায়।

ক্যানিং স্টেশনটা খুবই ঘিঞ্জি। মাতলার নতুন ব্রিজ পেরিয়ে গেলে রাস্তার পাশের সবুজ ততটাই সুন্দর। ক্যানিং স্টেশন থেকে একটু এগিয়ে মাতলার পুরনো জেঠির ঠিক সামনে থেকেই ছাড়ছে ম্যাজিক গাড়ি। সোজা ঝড়খালি অবধি বাসন্তী বাজার হয়ে এক ঘন্টা কুড়ি মিনিটে যাচ্ছে। রান্নার কাজের হেল্পার হরেন মজুমদার আগে মাছ ধরতেন। এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা অনেক। উনি বললেন, নদীর যে সব জায়গায় জলের গভীরতা কম, সেখানে সাধারণত এই জাল পাতার উপযোগী জায়গা। এই জালের এক প্রান্ত নদীর কূলে অন্য প্রান্ত নদীর মধ্যে বেঁধে রাখে। এক জায়গায় ধরে থাকে বলে একে ধরা জাল বলে। কিছুদিন আগে একটি নৌকায় তিনজন মৎস্যজীবী মাছ ধরতে যায় কেঁদোখালির চরে ও ওই চরে মানুষ নামতে দেখলেই বাঘ ছুটে আসে। ওখানকার বাঘ খুবই হিংস্র। তাই খুব সাবধানে ওরা কাজ করছিল। চারখানা জাল বসানোর পর পাঁচখানা বসানোর সময় বিপদ ঘটলো। নৌকায় দাঁড়িয়ে দুজন জলের দিকে নজর রাখছে ,আর একজন নৌকার পাশে কোমর জলে নেমে জালের খুটো বসাচ্ছে। ওখান থেকে জঙ্গলের কিনারা প্রায় ২০০ মিটার, সেখান থেকে মানুষ ধরে নিয়ে গেল পলক পড়ার আগেই। নৌকায় দাঁড়ানো দুজন শুধু একবার বাঘ বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি জলে ডুব দেয়। জলের মধ্যে দিয়ে ধরে নিয়ে চম্পট। ওই দুজন হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। চোখের সামনে শুধু ভাসছে। মাছরাঙা পাখিদের মতো চুপ করে জলে এসে পড়ে মাছের মতো ধরে নিয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে

সুন্দরবনকে দেখতে গেলে সেখানকার মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। কথা বলতে হবে। বিশেষ করে যারা জঙ্গল নির্ভর পেশার সঙ্গে যুক্ত তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে হবে। কোন সময় কোন নদীতে কোন মাছ পাওয়া যায়, তা বাপি ওঝাদের কাছে শুনতে হবে, যাদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার সব অভিজ্ঞতা।

সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। এক কথায় নোনা জলের জঙ্গল। সেজন্য এই জঙ্গলের নাম সুন্দরবন। জীববৈচিত্র্য আর সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ চমৎকার। সুন্দরবনের মাটি পলি যুক্ত দোআঁশ মাটি। জোয়ার ভাটার কারণে এখানকার জল লবনাক্ত। বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাঘেরহাট, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। হরিণঘাট নদী, বরিশাল ও পিরোজপুর জেলা, পশ্চিমে রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা নদী ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আংশিক সীমানা জুড়ে সুন্দরবনের অবস্থান। সুন্দরবনে ১২০ টি প্রজাতির মাছ, ২৭০ প্রজাতির পাখি, ৪২ টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ টি প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৮ টি প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। পৃথিবী বিখ্যাত বাঘ রয়েলবেঙ্গল টাইগার এই জঙ্গলেরই নিজস্ব প্রাণী। সুন্দরবনে বেশ কয়েক প্রজাতির হরিণ আছে। পাখি বিষয়ক পর্যবেক্ষণ, পাঠ ও গবেষণার ক্ষেত্রে পক্ষী বিজ্ঞানী বা অরনিথোলজিস্টদের কাছে সুন্দরবন এক স্বর্গরাজ্য।

সুন্দরবনের প্রতীক মাছ হল মনো মাছ (Mud skipper), কোথাও ডাহুক মাছ নামেও পরিচিত। সুন্দরবনে এদের পাঁচটি প্রজাতি পাওয়া যায়। প্রজাতি ভেদে এরা ৯ থেকে ২২ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। এই অঞ্চলে ইলিশ মাছও ধরা পড়ে। বাংলাদেশের বাগেরহাট সুন্দরবনে ১ লা জুন থেকে ৩১ শে আগস্ট পর্যন্ত তিন মাস সব নদ নদী ও খালে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বনদপ্তর। এই তিন মাস মাছের প্রজনন মৌসুম, সব ধরনের মাছ ধরা বন্ধের পাশাপাশি সুন্দরবনে পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২১০ প্রজাতির সাদা মাছ রয়েছে এই জঙ্গলে। ২৪ টি প্রজাতির চিংড়ি, ১৪ প্রজাতির কাঁকড়া, ৪৩ প্রজাতির কম্বোজ(Mollusa) ও এক প্রজাতির লবস্টার রয়েছে।

সুন্দরবনের বহু মানুষ নদী, খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরে দিন গুজরান করে। তবে তাদের মাছ ধরার এলাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জঙ্গলের গভীরে বা কোর এলাকায় মাছ ধরতে বা অন্য কোন কারনে প্রবেশ নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই জঙ্গলের গভীরে মৎস্যজীবীদের আনাগোনা চলছে তার প্রমাণ বহুবার পাওয়া গেছে। তাঁদের মতে মৎস্যজীবীদের এক অংশের উপরে ক্ষুব্ধ বনকর্তারা। তাদের মতে এতে মৎস্যজীবী প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। কোর এলাকায় প্রবেশ করে মাছ ধরলে বাঘের হামলার মুখে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। সীমানা গুলি নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া আছে। কোথাও কোথাও বনকর্মীরা বিপদের সংকেত ঝুলিয়েও দিয়েছেন।

কুমিরমারির জনৈক্য বাসিন্দা বলেন, জানি জঙ্গলে বাঘ আছে। জঙ্গলের গভীরে না গেলে কাঁকড়া পাব কোথা থেকে? কাঁকড়া ধরতে না পারলে সংসার কি করে চলবে? এখানে মাছ ধরলে ছেলেমেয়েদের মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে পারব। স্থানীয় সূত্রের খবর, নদীর তুলনায় জঙ্গলের গভীরে খাঁড়ি গুলিতেই বেশি মাছ ও কাঁকড়া মেলে। বিশেষ করে কাঁকড়ার বাজারদর বেশ চড়া। সুন্দরবনের সার্বিক জীববৈচিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সুন্দরবন। ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বাদা বন, জলে কুমির এবং জঙ্গলে বাঘ। নদ-নদী খাল মোহনা খাঁড়ি মৎস্য সম্পদের ভান্ডার।

চাঁদপাড়ায় ডিওয়াইএফআই সভায় প্রচুর জন সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ সিপিআই এম এর যুব সংগঠন ভারতের যুব ফেডারেশন গাইঘাটা লোকাল কমিটির ডাকে এক সভা অনুষ্ঠিত হল গত ১৮ ফেব্রুয়ারি। চাঁদপাড়া ষ্টেশন সংলগ্ন ঢাকুরিয়া তরুন দল ক্লাব গৃহ সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন, ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য তরুন আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জী। সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জেলার যুব নেতৃত্ব ঋতবান দে, আকাশ কর ও ময়ূখ মণ্ডল প্রমুখ।

বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান, স্বচ্ছ নিয়োগ এর দাবি এবং সেই সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত এদিনের সমাবেশে পাশ্ববর্তী গ্রামের মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। বিশিষ্ট বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষক নিয়োগ সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে সীমাহীন দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ও সরকার গড়তে রাজ্যে পুনরায় বামেদের ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। রাজ্যের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থীদের সমর্থন করার আহ্বান জানান।

দলের যুব সংগঠনের এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীন সিপিআইএম নেতা কপিল ঘোষ। সিটু নেতা কৃষ্ণ চৌধুরী, বর্ষিয়ান শিক্ষক প্রফুল্ল বসু শিক্ষিকা রত্না রায়, প্রাক্তণ সৈনিক ও দলনেতা দিলীপ রায়, বাপ্পা চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রাজ্যের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে যুব সংগঠনের এই সভা ও সমাবেশ দলীয় নেতা কর্মীগণকে উজ্জিবিত করবে বলে ধারনা নেতৃত্বের।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫
৭০৭৬২৭১৯৫২

খেজুর একটি বিস্ময়কর ফল; জেনে নিন এর অসামান্য উপকারিতা

প্রতিনিধি : শীতকালে খেজুর খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয়। এটি আয়রন, খনিজ পদার্থ, ক্যালসিয়াম, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফসফরাস এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ। দুধের সাথে খেজুর মিশিয়ে খেলে দ্বিগুণ উপকার পাবেন। সর্দি-কাশিতে আরাম পাবেন- বেশির ভাগ মানুষই ঠাণ্ডা ও ফ্লুর সমস্যায় ভোগেন। খেজুর সেবন করলে বাঁচবে। খেজুর খেলে শরীর গরম থাকে। ২-৩টি খেজুর, গোলমরিচ ও এলাচ দিয়ে পানিতে ফুটিয়ে নিন। ঘুমানোর আগে এই পানি পান করুন। খেজুর ফাইবার, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এবং ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ। শরীরে তাপ সৃষ্টির পাশাপাশি শক্তিও যোগায়।

ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমবে- গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ সমৃদ্ধ খেজুর ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও উপকারী। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এতে কোলেস্টেরল থাকে না। একটি খেজুর ২৩ ক্যালোরি দেয়। এর পাশাপাশি এটি কোষের ক্ষতি, ক্যান্সার এবং হৃদরোগ প্রতিরোধেও কার্যকর। হাড় মজবুত হবে- বয়স বাড়ার সাথে সাথে হাড় দুর্বল হতে শুরু করে। খেজুরে ম্যাঙ্গানিজ, কপার এবং ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায় যা হাড়কে মজবুত করে।

হজম ভালো হবে- খেজুরে ফাইবার পাওয়া যায়। এতে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকবে না। সারারাত পানিতে খেজুর ভিজিয়ে রাখুন এবং সকালে পিষে নেড়ে নিন। এই শেকটি খালি পেটে পান করুন। এতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হবে না এবং হজমশক্তি ভালো হবে।

উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায়- খেজুর ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়াম সমৃদ্ধ। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। প্রতিদিন ৫-৬টি খেজুর খেলে তা রক্তচাপের রোগীদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। হাঁপানিতে উপশম- শীত মৌসুমে হাঁপানি রোগীদের শ্বাসকষ্টের অনেক সমস্যা হয়। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ২ থেকে ৩টি খেজুর খান। এতে আপনি সুবিধা পাবেন।

স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে- খেজুর সেবন কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে। এতে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে।

(ঘোষণা : এখানে দেওয়া তথ্য ঘরোয়া প্রতিকার এবং সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। এটি গ্রহণ করার আগে, অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন। **সার্বভৌম সমাচার** এই বিষয়ে নিশ্চিত নয়।)

মানসিক রোগ দূরীকরণে প্রচারাভিযান ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর

নীরেশ ভৌমিক ঃ গ্রাম গঞ্জের মানসিক রোগীদের রোগ সারাতে উদ্যোগী হল রাজ্যের ও জেলার স্বাস্থ্য দফ্তর। সম্প্রতি বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকের উদ্যোগে এলেকাবাসীর মধ্যকার মানসিক রোগীদের সুস্থ্য করে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একাজে শুধু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নয়, জেলার সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাজে লাগানো হয়েছে। জেলার বিভিন্ন নাট্যদল ও মূকাভিনয় শিল্পীদেরও মানসিক রোগ দূরীকরণে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে।

ঠাকুরনগরের অন্যতম মূকাভিনয় এর সংস্থা ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচারের সদস্য মূকাভিনয় শিল্পীগণ স্বাস্থ্য দফতরের আহ্বানে প্রচারে নেমেছেন। বসিরহাটের স্বরূপনগর, টাকি, বাদুড়িয়া, বসিরহাট, মিনাখাঁ, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি প্রভৃতি ব্লকের মানসিক রোগ দূরীকরণে জোরদার প্রচারে নেমেছেন। অভিনয়ের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষজনকে মানসিক রোগ থেকে মুক্তিপাবার ব্যাপারে অবহিত করছেন।

ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর কর্ণধার পুরস্কারপ্রাপ্ত মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, গত ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে তাঁরা বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মানসিক রোগ থেকে সেরে ওঠার ব্যাপারে মানুষজনকে সচেতন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন এবং গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষের থেকে সাড়াও পাচ্ছেন ভালোই।

সিংজলে নামযজ্ঞ ও স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা থানার সিংজোল দক্ষিণপাড়া রাধাগোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন কমিটির ব্যবস্থাপনায় মন্দির প্রাঙ্গণে সম্প্রতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম প্রহর নাম সংকীর্তন ও ভক্তিমূলক সংগীতানুষ্ঠান। উৎসবের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ৭০জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করেন কোলকাতার সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও কর্মীগণ। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

অনুষ্ঠানের শুরুর দিন নবদ্বীপের স্বামী নবব্রত মহারাজের কণ্ঠে ভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যায় ব্রজগোপী সম্প্রদায়ের অধিবাস কীর্তনের মধ্যদিয়ে ৪দিন নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অষ্টপ্রহর ব্যাপী নাম সংকীর্তনে উত্তর ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার ৬টি নাম গানের দল নামগান পরিবেশন করেন। দ্বিতীয়দিন নবদ্বীপ ইসকনের বিদেশী ভক্ত সহযোগে পরিবেশিত নাম সংকীর্তন এলাকায় বেশ সাড়া ফেলে। এদিন নদীয়ার ব্রজবালিকা সম্প্রদায়ের রাসলীলা সমবেত ভক্তজনদের মুগ্ধ করে। মন্দির ও ভোগরাগ পরিচালনায় শ্রীগোপাল গোস্বামী সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন গ্রামবাসীসহ মন্দিরের সকল ভক্তগণ।

ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনির মাতৃভাষা দিবস পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী অন্যান্য বছরের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করে ঠাকুরনগরের প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ। সংস্থার সম্পাদক পার্থ প্রতিম দাস জানান, এদিন অপরাহ্নে সংস্থার ছোট-বড় সকল সদস্যগণ ভাষা শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। বয়স্ক সদস্যগণ ১৯৫২ সালে ওপার বাংলায় মাতৃভাষার স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে পাকিস্থানি পুলিশের গুলিতে নিহত সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ ভাষা শহীদদের স্মরণ করেন এবং সেই সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

পরিশেষে সংস্থার কুশীলবগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সংস্থার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মাম্পি দাস পালের পরিচালনায় পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

পরীর্ক্ষার্থীদের পাশে তৃণমূল

প্রথমপাতার পর...

পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এতে যার-পর-নাই খুশি পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা।

তৃণমূলের চাঁদপাড়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস জানান, অঞ্চলের বাসিন্দা বিভিন্ন স্কুলে ২৫০ জন পরীক্ষার্থীর হাতে তাঁরা পরীক্ষার সমস্ত উপকরণ তুলে দিয়েছেন। দলের অন্যতম নেতৃত্ব জয়দেব বর্ধন জানালেন, দলীয় ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি'র পক্ষ থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে আগত সকল পরীক্ষার্থীগণের হাতে প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল ও জলের বোতল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। উপস্থিত অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষজন তৃণমূল ছাত্র-পরিষদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

কয়া হাই স্কুলে ভাষা স্মরণ

প্রথমপাতার পর...

স্বাধীকার রক্ষার আন্দোলনে নিহত সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ ভাষা শহীদদের স্মরণ করেন এবং শহীদ বেদীতে ফুলমালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণ পরিবেশিত সংগীত আবৃত্তি, নৃত্য এবং কথায় কবিতায় ভাষা শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

দীঘা হাঁজরাতলায় ফাগুন উৎসবে বহু মানুষের সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও চাঁদপাড়ার দীঘা গ্রামের হাঁজরাতলায় ফাগুন অমাবস্যায় কালী পুজো ও মিলন উৎসবে এলেকার অগণিত ভক্তজনের সমাগম ঘটে। হাঁজরাতলা শিব কালী মন্দির কমিটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ১০ম বার্ষিক মিলন উৎসবে সারাদিন ব্যাপী নামসংকীর্তন, সন্ধ্যায় বাউল সংগীতানুষ্ঠান এবং রাতে শ্যামাশক্তি আরাধনায় এলেকার ধর্মপ্রাণ মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। অন্যতম উদ্যোক্তা অমর মজুমদার ও প্রমোদ দাস জানান, এই পুজো ও অনুষ্ঠান গ্রামবাসীদের প্রাণের উৎসব। অন্যতম সংগঠক সুশান্ত সরকার ও সঞ্জয় মালাকার জানান, এই উৎসবকে সার্থক করে তুলতে শুধু দীঘা গ্রামই নন, এলেকার মানুষজন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

দত্তপুকুর দৃষ্টির ভাষা শহীদ স্মরণ

সঞ্জিত সাহা ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করে দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার কুশীলবগণ, এদিন সকালে সংস্থার শিল্পচর্চা কেন্দ্রের শিল্পশালা অঙ্গনে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাষা শহীদ স্মারক বেদীতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকল সদস্যগণ। ভাষা দিবস ও ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখা করে বক্তব্য রাখেন সংস্থার বরিষ্ঠ সদস্যগণ। ছোটরা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানান।

দৃষ্টি নাট্য সংস্থার প্রাণপুরুষ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানান, বিগত ৩২ বছর যাবৎ তাঁরা নাটক ও সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা করে আসছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায় আবদ্ধ রাখতেই তাঁদের এই প্রয়াস।

রাজনীতি বন্ধ হোক দাবি, তৃণমূল নেতার

প্রতিনিধি ঃ মতুয়াদের ধর্মগুরু হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভুল উচ্চারণ করায় কয়েকদিন ধরেই ক্ষোভ বিক্ষোভ জানাচ্ছেন মতুয়ারা। সে-সব জায়গায় বিজেপির নেতা-নেত্রীদের উপস্থিত থাকতে দেখা যাচ্ছে। এবার মতুয়াদের একাংশ দাবি তুললেন, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করা হোক।

গাইঘাটার তৃণমূল নেতা তথা মতুয়া ভক্ত নরোত্তম বিশ্বাস সোমবার ঠাকুরনগরে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। সেখানে মতুয়া ভক্তরাও ডঙ্কা কাশি নিশান নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। নরোত্তম বাবু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী অনিচ্ছাকৃত এবং ভুলবশত আমাদের ঠাকুরের নাম ভুল বলেছিলেন।

কিন্তু মতুয়াদের উসকে দিয়ে সড়ক অবরোধ বিক্ষোভ করানো হচ্ছে। এসব বন্ধ করা হোক। মনে রাখা দরকার মুখ্যমন্ত্রীই একমাত্র মতুয়াদের জন্য উন্নয়ন করেছেন। ঠাকুরবাড়ির উন্নয়ন করেছেন। একদিনে কেউ অচ্ছুত হয়ে যায় না।''

এ বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন "কেউ লোভে কেউ ভয়ে তৃণমূল করছেন। নরোত্তম বাবু লোভে তৃণমূল করছেন বলেই এসব কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রী যতদিন না ক্ষমা চাইবেন, আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে।''

ওঁ নমঃ ভগতে রামকৃষ্ণায়তে নমঃ নমঃ

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

১৮৮তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন

তারিখ- ২০শে ফাল্গুন, ১৪২৯ (ইং ৫ই মার্চ, ২০২৩) রবিবার

পরিচালনায় ঃ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পরিষেবা কেন্দ্র

ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, চাঁদপাড়া, উঃ ২৪ পরঃ স্থাপিত- ১লা জানুয়ারি, ২০২৩

স্থান- ঢাকুরিয়া স্পোটিং- এর খেলার মাঠ

অনুষ্ঠান সূচী ঃ

সকাল ৭টায় ঃ **শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূজা**
সকাল ৮টা থেকে ঃ **১০০ জনের ফ্রি ব্লাড সুগার পরীক্ষা**
সকাল ৯টা থেকে ঃ **শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ**
সকাল ১০টা থেকে ঃ **ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প**
সকাল ১০টা ৩০মি. ঃ **শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান**
সকাল ১১টায় ঃ **অতিথি অ্যাপ্যায়ন এবং শ্রীশ্রী ঠাকুর সম্পর্কে আলোচনা**
দুপুর ১টায় ঃ **শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ**
বিকাল ৩টায় ঃ **জিম ও যোগব্যায়াম প্রদর্শনী**
বিকাল ৫টায় ঃ **নৃত্যানুষ্ঠান**
সন্ধ্যা ৬টায় ঃ **বাউল গান**

বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অনুষ্ঠান সূচী পরিবর্তন হতে পারে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যপদের নমুনা।

গোবরডাঙার খাঁটুরা চিত্তপটের জাতীয় নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৭ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় গোবরডাঙার পৌর টাউন হলে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত চিত্তপট

নাট্যোৎসব- ২০২৩ এর অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গোবরডাঙার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত। শ্রী দত্ত এদিন নাট্য চর্চাও প্রসারে চিত্তপট এর অভিভাবক স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রদীপ রায় চৌধুরী ও সংস্থার পরিচালক শুভাশিস রায় চৌধুরীর (ঋজু) অবদান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং সেই সঙ্গে নাটকের শহর গোবরডাঙার নাট্যদলগুলোকে টাউন হলে নাটক মঞ্চস্থ করার আহ্বান জানান। উদ্যোক্তরা এদিন জাতীয় স্তরের নাট্যব্যক্তিত্ব আসাম প্রদেশের দয়াল কৃষ্ণ নাথকে কানাইলাল চৌধুরী স্মৃতি সম্মান, প্রখ্যাত নাট্যাভিনেতা মুরারী মুখোপাধ্যায়কে চিত্তপট সম্মান, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী উমা ব্যানার্জী ও পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্ব অমিত ব্যানার্জীকে চিত্তপট জীবনকৃতি সম্মান এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক বিপ্লব কুমার ঘোষকে চিত্তপট সম্মানে ভূষিত করেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে নাট্য আন্দোলনে ঘাঁটুরা চিত্তপটের প্রাণ পুরুষ শুভাশিষ রায় চৌধুরী ও সংস্থার সদস্যদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। ভারত সরকারে সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে এদিন শুরুতেই আসাম এর লখিমপুরের অভিনব থিয়েটার মঞ্চস্থ করে তাঁদের মঞ্চ সফল নাটক 'কড়বা সচ', বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক দয়াল কৃষ্ণ নাথের নির্দেশনায় পরিবেশিত নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারনের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়। দ্বিতীয় নাটক দক্ষিনেশ্বর কোমলগান্ধার প্রযোজিত এবং বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মুরারী মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত সকলের ভালো লাগার নাটক 'মনোপ্যাথি' উপস্থিত দর্শকমন্ডলীর প্রশংসালাভ করে। সমবেত দর্শকগন চিত্তপট আয়োজিত এদিনের নাটোৎসবে পরিবেশিত নাটকগুলি বেশ উপভোগ করেন।

সার্বভৌম সমাচার
স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫
৭০৭৬২৭১৯৫২
সার্বভৌম সমাচার পত্রিয়ায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন দাতার কথামত সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। পাঠকদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে, আপনারা বিজ্ঞাপনের সত্যতা যাচাই করেই সিদ্ধান্ত নিন।

শিব চতুর্দশীতে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও শিবচতুর্দশী উপলক্ষে বিশ্বশান্তি যজ্ঞ সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গাইঘাটার ডেওপুলের মিশন কর্তৃপক্ষ। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি অঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ৩দিন ব্যাপি নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অষ্টাদশ বার্ষিক শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে বয়সভেদে অংকন ও যোগ প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল ভাগবত ও গীতা পাঠ, নাম সংকীর্তন, লীলা কীর্তন, বাউল, নৃত্য, নাটক সহ ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসবের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কবিগণ কবিতাপাঠে অংশ গ্রহন করেন। অতিথি বরণ ছাড়াও ছিল-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ প্রদান ও দুঃস্থদের মধ্যে মশারি ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান। এবারের গুণীজন সংবর্ধনায় সাইকেলে বিশ্বের ৭২টি দেশ ভ্রমনকারী শ্রীকান্ত বোসকে মিশন তপোবনের পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন আয়োজকগণকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ ও বন্দর প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। মিশনের প্রাণপুরুষ ধর্মপ্রাণ ও সংস্কৃতিপ্রেমী সুভাষ মোহান্ত সকলকে অভিনন্দন জানান ও বরণ করে নেন। শিবচতুর্দশীতে শিব অর্চনায় বহু ভক্তজনের সমাগম ঘটে। শেষ দিনে মানব কল্যানে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তিযজ্ঞে শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ অবধৃত মহারাজ সহ হরিদ্বারের পতঞ্জলী যোগপীঠের সন্ন্যাসীগণ ও উপস্থিত

অসংখ্য ভক্তজনের সমাগমে শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের কর্নধার শ্রী মোহান্ত জানান, ভারতীয় লোকশিক্ষা ও সনাতন ভারতীয় শিক্ষা- সংস্কৃতি কৃষ্টি ও বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসারে এবং দুস্থ অসহায় মানুষের সেবায় তাঁদের প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাবে।

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত প্রাক্তণ প্রধান

প্রথম পাতার পর

তিনি হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে বাগদা থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে।এদিনই তাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে পাঁচদিন পুলিশে হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, দিন কয়েক আগে ওই নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি ও উত্তক্ত করার অভিযোগ উঠেছিল অনিমেষ বাইনের বিরুদ্ধে। জানুয়ারি মাসে নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগও করা হয়েছিল। সে সময় অনিমেষ গ্রেপ্তার হয়নি। তিনি হাইকোর্ট থেকে অগ্রিম জামিন পেয়েছিলেন। অভিযোগ, এর পরে গত একুশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ওই নাবালিকা যখন বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল। তখন রাস্তায় অনিমেষ তাকে জোর করে তার বিল্ডার্সের দোকানের পিছনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। বুধবার নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে বাগদা থানায় অভিযোগ করা হয়। পুলিশ ধর্ষণ ও পক্সো আইনে মামলা করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন "মাস দুয়েক আগেই দল বিরোধী কাজের জন্য অনিমেষ বাইনকে তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ওর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই। দোষ করে থাকলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। তবে পুলিশকে বলব ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করে দেখতে। কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যেন সাজা না পায়।" ওই ছাত্রীর বাবা জানিয়েছেন "অনিমেষ রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আমাদের ভয় দেখাতো। ওর কারণে পারিবারিক মান সম্মান নষ্ট হয়েছে। ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

বিজেপি নেতা শিশির হাওলাদার বলেন "পুলিশ অনিমেষ বাইনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয় সেদিকে আমরা নজর রাখছি। তৃণমূল থেকে ওকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলা হলেও দিন কয়েক আগেই তাকে দিদির দূত কর্মসূচিতে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। এগুলো সব মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া।

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**